R N. No. 2532/57

Regd No. WB/MSD—4

টেলিফোন : ৩৪-১৫৫২
রিপ্রোডাক্সন সিন্ডিকেট
৭-১, বিধান সরণী, কলিকাতা-৬

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র

প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গত শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর)

ক্রম্পটন গ্রীভস লিমিটেডের
ল্যাম্প, টিউব, ষ্টার্টার,
ফিটিংস এবং ফ্যান
ডীলার
এস, কে, ব্রাস
হার্ডওয়ার ষ্টোর্স
রঘুনাথগঞ্জ—মুর্শিদাবাদ
ফোন নং—৪

৬৭শ বর্ষ
৩৮শ সংখ্যা

রঘুনাথগঞ্জ, ১৩৪ ফাল্গুন বুধবার, ১৩৮৭ সাল
২৫শে ফেব্রুয়ারী ১৯৮১ সাল।

নগদ মূল্য : ২০ পয়সা
বার্ষিক ৯৲, ষডাক ১০৲

এবার ডিমোসন ঃ ভুটান থেকে ফরাক্কা 'কাম এ্যণ্ড জয়েন'

বিশেষ প্রতিনিধি, ফরাক্কা ব্যারেজ, ২৫ ফেব্রুয়ারী—যাঁরা চোরাপথে অবৈধভাবে প্রোমোসন পেয়েছিলেন, ফরাক্কা বাঁধ প্রকল্পে এবার তাঁদের ডিমোসনের পালা। ভুটানের চুকা জলবিদ্যুৎ প্রকল্প রূপায়ণে ভারত সরকার ফরাক্কা থেকে কয়েকজন সিনিয়র অফিসারকে সেখানে পাঠিয়েছিলেন কয়েক বছর আগে। সেখানে তাঁরা ডেপুটেসনে ভুটান সরকারের অধীনে চাকরিতে যোগদান করেন। এখন তাঁদের সকলেই ফরাক্কা বাঁধ প্রকল্পের চাকরিতে স্বপদে ফিরে আসছেন বলে নির্ভরযোগ্য সূত্রের খবর। তাঁরা ফিরে এলে, হাতে হাতে যাঁরা প্রোমোসন পেয়ে তাঁদের শূন্য পদগুলি আলো করে ছিলেন তাঁদের পদাবনতি অবশ্যম্ভাবী। এই কারণে সম্প্রতি প্রোমোসন প্রাপ্ত বড় বড় অফিসার শঙ্কিত হয়ে পড়েছেন। তাঁদের চোখে ঘুম নাই। চুকা ভীতি তাঁদের চোখের ঘুম কেড়ে নিয়েছে। ফরাক্কা ব্যারেজের সুপারিনটেনডিং ইনজিনীয়ার টি এন মূর্তি ইতিমধ্যে চুকা থেকে এখানে ফিরে এসেছেন এবং স্বপদে বহাল হয়েছেন। ফলে ওই পদে অধিষ্ঠিত বি সি বিশ্বাসের পদাবনতি ঘটেছে। শ্রীবিশ্বাস মাস কয়েক আগে প্রোমোসন পেয়ে সুপারিনটেনডিং ইনজিনীয়ার হয়েছিলেন। মূর্তি ফিরে আসায় পদাবনতি ঘটিয়ে বিশ্বাসকে আবার তাঁর জায়গায় (একজিকিউটিভ ইনজিনীয়ার পদে) ফিরিয়ে দেওয়া হয়েছে। এভাবে ভুটানের চুকা থেকে সবাই ফিরে এলে ফরাক্কায় সদ্য প্রোমোসন প্রাপ্ত অনেকের ডিমোসন ঘটবে বলে অনুমান করা হচ্ছে। টি এন মূর্তির প্রত্যাবর্তন তাই অকাট্য

(শেষ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

নতুন এস ডি এম ও

নিজস্ব সংবাদদাতা, ২৫ ফেব্রুয়ারী—ডাঃ কে এম হোসেন জঙ্গিপুরের নতুন সাব ডিভিসনাল মেডিক্যাল অফিসার হয়ে এসেছেন। এর আগে তিনি দু'বছর লালবাগের এস ডি এম ও ছিলেন। তারও আগে তিনি মহেশাইল প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রের মেডিক্যাল অফিসার ছিলেন। সেখান থেকে লালবাগের এস ডি এম ও করে পাঠানোয় যোগদান নিয়ে ঝামেলা হয়। আবার লালবাগ থেকে এখানে

(২য় পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

মিথ্যে অজুহাতে পুলিশের কেরামতি

সাগরদীঘি, ২৫ ফেব্রুয়ারী—একটি যাত্রার আসরকে কেন্দ্র করে মিথ্যে অজুহাতের কেরামতি দেখিয়ে সাগরদীঘি পুলিশ ২০-২১ ফেব্রুয়ারী স্বেচ্ছাচারিতা এবং ক্ষমতা অপব্যবহারের চিরাচরিত দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। ওই দুই দিন কলকাতার যাত্রার আয়োজন করে সাগরদীঘি ফ্রেণ্ডস ক্লাব। প্রথম দিন অর্থাৎ ২০ ফেব্রুয়ারী চন্দ্রলোক অপেরার 'সম্রাট ও সুন্দরী' পালা, বিদ্যুৎ সরবরাহ ব্যবস্থায় গোলযোগ ঘটায়, চল্লিশ মিনিটের মাথায় বন্ধ হয়ে যায়। শ্রোতারা আধ ঘণ্টা অপেক্ষা করার পরও আলো না আসায় উত্তেজিত হয়ে রাত সাড়ে নটা নাগাদ প্যাণ্ডেল ভাঙচুর ও লুঠতরাজ শুরু করেন। ওই সময় পুলিশকে নিষ্ক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করতে দেখা যায়। সব শেষ হয়ে যাওয়ার পর একজন পুলিশ অফিসারকে লাঠি চালাতে দেখা যায়। এখানে বলা প্রয়োজন, বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ হয়ে যাওয়ার জন্য উদ্যোক্তারা দায়ী নন। দায়ী

(শেষ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

ত্রিপাক্ষিক বৈঠক ব্যর্থ

নিজস্ব সংবাদদাতা, ২৫ ফেব্রুয়ারী—জঙ্গিপুরের বিড়ি উৎপাদক সংস্থাগুলি বিড়ি শ্রমিকদের ন্যূনতম মজুরি দিতে রাজি না হওয়ায় গতকাল মহকুমা শাসকের অফিসে অনুষ্ঠিত ত্রিপাক্ষিক বৈঠক ব্যর্থ হয়ে যায়। পরবর্তী বৈঠকের দিন ধার্য হয় ৩ মার্চ। গতকাল ত্রিপাক্ষিক বৈঠক বসে সরকার, বিড়ি উৎপাদক এবং ট্রেড ইউনিয়ন প্রতিনিধিদের মধ্যে। পাঁচ ঘণ্টা ধরে বৈঠক চলে। উপস্থিত ছিলেন সিটু, ইউ টি ইউ সি (লেলিন সরণী), ইউ টি ইউ সি, আই এন টি ইউ সি, এন এল সি সি ও মুনসি ইউনিয়ন। এবং অরঙ্গাবাদ ও ধুলিয়ান বিড়ি ব্যবসায়ী সমিতিরও প্রতিনিধিরা। এর আগে ৫ ফেব্রুয়ারী অরঙ্গাবাদে ত্রিপাক্ষিক বৈঠকে বিড়ি শ্রমিকের মজুরি হাজারে আশি পয়সা বাড়িয়ে ৫৩০ পয়সা এবং মুনসি কমিশন পঁয়ত্রিশ পয়সা থেকে বাড়িয়ে একচল্লিশ পয়সা করার যে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় এবং মালিক পক্ষ মেনে নেন, সিটু সেই বৈঠকের সিদ্ধান্তকে অবৈধ ঘোষণা করে মালিক-

(শেষ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

নতুন জি এম

ফরাক্কা ব্যারেজ, ২৫ ফেব্রুয়ারী—এ মাসের ১৬ তারিখ ফরাক্কা ব্যারেজে নতুন জেনারেল ম্যানেজার নিয়োগ করা হয়েছে। নাম আর ভি রন্থিদেবন আগের জেনারেল ম্যানেজার শীতলচন্দ্র দে চলে গিয়েছেন। দেবেশ মুখারজির পর নানা কারণে এখানকার জেনারেল ম্যানেজাররা কাজ করতে পারেন না, বেশীদিন থাকতেও পারেন না। দিল্লী এবং ইউনিয়নের ঝামেলায় অধিকাংশ সময় চলে যায়। ফাইলের স্তূপ জমে থাকে। কাজ হয় না। দুর্নীতি বাসা বাঁধে। নতুন জেনারেল ম্যানেজার রন্থিদেবন দুর্নীতি দমনে কতটা সাফল্য লাভ করতে পারেন সেটাই লক্ষণীয়।

সরকারী পাম্পসেট ব্যবহারে চাষী বঞ্চিত ?

রঘুনাথগঞ্জ, ২৫ ফেব্রুয়ারী—সরকারের টাকায় কেনা রঘুনাথগঞ্জ ১নং পঞ্চায়েত সমিতির সরকারী পাম্পসেট ব্যবহারের সুযোগ থেকে চাষীরা বঞ্চিত হচ্ছেন বলে অভিযোগ করা হয়েছে। ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক চাষী, বর্গাদার, পাট্টামালিক প্রভৃতির জমিতে সেচের কাজে ব্যবহারের জন্য গত বছর সরকার থেকে পঞ্চায়েত সমিতিগুলিকে একটি করে পাম্পসেট কিনে দেওয়া হয়। রঘুনাথগঞ্জ ১নং পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি গত বছর জুন মাসে পাম্পসেটটি নিয়ে আসেন। নিয়ম অনুযায়ী চাষীরা নিজেরা তেল খরচ করে সেচের জন্য ওই পাম্পসেট চালাবেন। কিন্তু চাষীদের অভিযোগ, পাম্পসেটটি নাকি সভাপতি নিজের জমিতে সেচের জন্য ব্যবহার করছেন। ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক চাষীরা সুযোগ থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন। এই প্রসঙ্গে চাষীদের পক্ষ থেকে সভাপতির কার্যকলাপের

(শেষ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

নতুন পুলিশ সুপার

নিজস্ব সংবাদদাতা, ২৫ ফেব্রুয়ারী—কৃষ্ণনগরের নাইনথ স্পেশাল আর্মড পুলিশের কমানডানট এ বি বোড়া আজ মুরশিদাবাদের পুলিশ সুপারের দায়িত্বভার গ্রহণ করছেন। পুলিশ সুপাররূপে কোন জেলায় যোগদান তাঁর এই প্রথম। পূর্বতন পুলিশ সুপার সুলতান সিং ইষ্ট সুবাবরন ডিভিসনের ডেপুটি কমিশনারের পদে অভিষিক্ত হয়ে কলকাতা পুলিশে যোগদান করেছেন।

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ।

জঙ্গিপুর সংবাদ

১৩ই ফাল্গুন বুধবার, ১৩৮৭

বৈদ্যুতিক

রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদের অধীন এখানকার রঘুনাথগঞ্জ সাব.ডিভিসান (মহকুমা অর্থে নয়, বিদ্যুৎ সংক্রান্ত এলাকা) নানা সমস্যার সম্মুখীন হইয়াছে বলিয়া যে প্রতিবেদন আমাদের পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা বিশেষভাবে ভাবিবার কথা। রঘুনাথগঞ্জ, সাগরদীঘি, ধুলিয়ান, অরঙ্গাবাদ ও ফরাক্কা এই পাঁচটি গুচ্ছ বিদ্যুৎ সরবরাহ স্থল আর উমরপুরে আছে সাবডিভিসন হেড কোয়ার্টার হাই ভোল্টেজ মেনটেনানস কেন্দ্র। এই গুলিতে একশত কুড়িজন কর্মীর প্রয়োজন; কিন্তু আছেন মাত্র ৬৭ জন। ফরাক্কা ও রঘুনাথগঞ্জ কেন্দ্রের ষ্টেশন সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট পদ দুইটি শূন্য হইয়া রহিয়াছে। রঘুনাথগঞ্জ কেন্দ্র যখন যিনি পারেন, দেখাশুনা করেন। কর্মীর অভাব বিধায় নূতনভাবে বিদ্যুৎ সংযোগ বন্ধ আছে। প্রতিবেদনে প্রকাশ যে, জনসাধারণ আগাইয়া আসিয়া স্থানীয় বিদ্যুৎ কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে অভিযোগ করিলে রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদ এখানকার অবস্থা উপলব্ধি করিয়া ব্যবস্থা গ্রহণে সচেষ্ট হইতে পারেন। ইহা নাকি পরিকল্পনামূলক। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য, রঘুনাথগঞ্জে গ্রাহক সংখ্যা প্রায় পঁচিশ শতর কাছাকাছি; এমতাবস্থায় একজন সিনিয়র ষ্টেশন সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট দরকার। কিন্তু তাহ ভয় নাই। উপরন্তু দুইজন ষ্টেশন সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট পদ কবে পূরণ হইবে, অজ্ঞাত। বহু স্থানে নূতন বিদ্যুৎ সংযোগ হইতেছে না বলিয়া জানা গিয়াছে।

আজকাল বিদ্যুৎ কেবল যে বাতি জ্বালান ও পাখা ঘুরানর কাজের জন্যই লোক উন্মুখ হইয়া আছেন, তাহা নহে। তীব্র বেকারত্বের মধ্যে যদি বা কেহ বিদ্যুৎ লইয়া কোন কিছুর দ্বারা রুজিরোজগার করিতে পারেন, সে উদ্দেশ্যও থাকে। কিন্তু মাসের পর মাস বিদ্যুৎ সংযোগ বন্ধ রাখা হইলে লোকের মনে নৈরাশ্যের সঞ্চার হওয়া স্বাভাবিক। উপরন্তু কর্মীর স্বল্পতাহেতু বিদ্যুৎ সরবরাহ ত্রুটিযুক্ত হইতে বাধ্য। বিদ্যুৎ সরবরাহ ও রক্ষণাবেক্ষণ—উভয়েরই যথেষ্ট প্রয়োজন আছে।

অবস্থার আরও বিপর্যয় আছে। এক এক অঞ্চল হইতে প্রভূত পরিমাণে তার, ট্রান্সফর্মার, খুঁটি প্রভৃতি চুরি যাওয়ার অভিযোগ আসিয়া থাকে। এই চুরির বিরুদ্ধে কোন উপযুক্ত কার্যকরী ব্যবস্থা না লওয়া হইলে বিদ্যুৎ পাঠান বিদ্যুৎবেগে অদৃশ্য হইবে। লোভ আজ কত নিম্নস্তরে নামিয়া গিয়াছে যে, জাতীয় সম্পত্তির উপর মানুষের চৌর্যহস্ত পড়িয়াছে। একজন ব্যক্তির পক্ষে এই সব চুরি নিশ্চয়ই সম্ভব নয় এবং পশ্চিমবঙ্গের উপযুক্ত গোয়েন্দা বিভাগ অপকর্মকারীদের বাহির করিতে অবশ্যই অক্ষম নন। সুতরাং জনসাধারণ নিশ্চয়ই দাবী করিতে পারেন—বিদ্যুৎ সরঞ্জাম চুরি বন্ধ হোক, বিদ্যুৎ সরবরাহ অক্ষুণ্ণ থাকুক এবং বিদ্যুৎ অফিসে বিলের টাকা জমা লওয়ার জন্য প্রাত্যহিক ব্যবস্থা চালু হোক। ইহা না থাকায় মানুষের ভোগান্তির অন্ত নাই।

চিঠি-পত্র

(মতামত পত্রলেখকের নিজস্ব)

দায়ী অভিভাবক না ছাত্র ?

সাগরদীঘি এস. এন. হাই স্কুলের বৎসরিক পরীক্ষার ফলাফল বের হয় যথারীতি জেলার অন্যান্য বিদ্যালয়ের সমসাময়িক নির্দিষ্ট দিনে অর্থাৎ ২৩।১২.৮০ তারিখে। উক্ত বিদ্যালয়ের শিক্ষক মহাশয়রা যেন যান্ত্রিকভাবে তাঁদের দায় দায়িত্ব ফলাফলের 'লিষ্ট' ঝুলিয়ে দিলেন বিদ্যালয়ের প্রধান গেটের বোর্ডে। যে সব ছাত্রের লিষ্টে নাম নাই তাদের প্রোমোশন হয়নি এই চিন্তায় যেমন ছাত্ররা তেমন তাদের অভিভাবকরা চিন্তিত (অনেক অভিভাবক তাঁদের ছেলেদের সম্বন্ধে নিশ্চিত তবুও)। ২৯-১২৮০ তারিখে শিক্ষক মহাশয়দের বনভোজন ও পরে বড়দিনের ছুটি। বিদ্যালয় খুলল ২-১-৮১ তারিখে। অভিভাবকরা ফলাফল জানতে চাইলে বিদ্যালয়ে গিয়ে কোন শিক্ষক মহাশয়ের কাছে সদুত্তর পান না বরং শিক্ষকরা বিরক্তি বোধ করেন। অন্যান্য খুটিনাটি বিষয়েও জানার কোন উপায় নাই। একজন ছাত্রের স্কুল হাজিরা খাতায় এক রকম রোলে নম্বর ঐ ছাত্রেরই এ্যাডমিট কারডে আর এক রোল নম্বর। সাধারণ অভিভাবকরা বিদ্যালয়ে গিয়ে শিক্ষক মহাশয়, কেরাণীবাবু ও পিয়নদের দুর্ব্যবহারে অসন্তুষ্ট। আমার মতো বহু অভিভাবকের অভিযোগ এই বিদ্যালয়ের পরীক্ষার ফলাফল জানানোর দায়িত্বভার প্রশাসনের উপর ন্যস্ত। এ বিষয়ে বিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। বিদ্যালয়ের শিক্ষক কর্মচারীর ভুলের জন্য দায়ী কে— ছাত্র না অভিভাবক ?—মহঃ নুরুদ্দিন মিরজা, হড়হড়ি।

কি পড়ে পার্ট টু দেব ?

আমি নতুন ডিগ্রিকোর্সের বাংলা অনার্সের একজন ছাত্র। সবে পার্ট ওয়ান পাস করলাম, আর মাস তিনেক পরেই (২রা জুন) পার্ট টু পরীক্ষা কিন্তু কি পড়ে আমরা পার্ট টু পরীক্ষা দেব ? একে তো প্রচুর দেরীতে ফল বেরুলো, তার উপর বইপত্তর নেই। "রাজপুরী" নাটক, "কাব্যজিজ্ঞাসা"—এসব বই চোখেই দেখলাম না আজ অব্দি, অর্ডার দিয়েও পাচ্ছি না, শুনছি ছাপাই হয়নি। আধুনিক বাংলা ছোটগল্প ও আধুনিক বাংলা প্রবন্ধ নিবন্ধ সম্পর্কে সিলেবাসে লেখা ছিল—"পরে জানানো হইবে।" এখনও তাই আছে। হয়তো ওটার অর্থ "পরীক্ষায় বসিবার পরে জানানো হইবে।" বইপত্র এবং সিলেবাসের এমন বিশৃঙ্খল পরিস্থিতিতে কোন সম্বল নিয়ে পার্ট টুতে বসি বলুন তো! —সাধন দাস, জঙ্গিপুর কলেজ।

ব্যাঙ্কে চাঁদার জুলুম

নিজস্ব সংবাদদাতা : জঙ্গিপুর মহকুমার বেকারদের একাংশ যাঁরা ইউনাইটেড ব্যাঙ্কের জিয়াগঞ্জ শাখার মাধ্যমে বেকার ভাতা পান তাঁদের দুর্বলতার সুযোগে হয়রানির ভয় দেখিয়ে ব্যাঙ্কে এবার সরস্বতী পুজোর সময় চাঁদার জুলুম করা হয় বলে অভিযোগ করা হয়েছে। জানানো হয়েছে, জিয়াগঞ্জ থেকে জঙ্গিপুর মহকুমার গ্রামাঞ্চলে যাতায়াত সময় এবং ব্যয়সাপেক্ষ। এই সুযোগের পুরো সদ্ব্যবহার করেছেন ব্যাঙ্কের কর্মচারীরা। নির্দিষ্ট দিন পার হয়ে পাওয়ার পরও তাঁরা সরস্বতী পুজোর চাঁদা না দিলে বেকার ভাতা দিতে রাজী হননি নতুন নতুন পরবর্ত্তী তারিখ টাঙিয়ে। বেকাররাও হয়রানি এবং অর্থব্যয়ের ভয়ে বাধ্য হয়েছেন চাঁদা দিতে। একদল বেকারের সঙ্গে এই নিয়ে বাকবিতণ্ডাও হয়ে গিয়েছে ব্যাঙ্ক কর্মচারীদের। তাঁরা যা খুশি তাই চাঁদা আদায় করে নিয়েছেন বেকারদের কাছ থেকে। বেকাররা ব্যাঙ্ক কর্মচারীদের এহেন জঘন্য আচরণের প্রতিবাদে সোচ্চার হয়েছেন।

নতুন এস ডি এম ও

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

এসেও তিনি একই ঝামেলায় পড়েছেন। এক সাক্ষাৎকারে তিনি জানিয়েছেন, এ্যাঃ ডাইরেক্টর অব হেলথ সার্ভিসেস (পি, এ্যণ্ড ই) এর নির্দেশানুসারে (নং ১২১৮ তাং ২১-২-৮১) মুর্শিদাবাদের মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক তাঁকে জঙ্গিপুরের এস ডি এম ও করে পাঠিয়েছেন। কিন্তু জঙ্গিপুরের বর্তমান এস ডি এম ও ডাঃ এম মুখারজি তাঁকে চার্জ বুঝিয়ে দিচ্ছেন না। ডাঃ মুখারজি রিটায়ার করেছেন ৩১ জানুয়ারী। এখন তিনি একসটেনসনে আছেন। তাঁকে (ডঃ মুখারজিকে) মুর্শিদাবাদের ম্যালেরিয়া অফিসার করে জেলা সদরে বদলি করা হয়েছে। ২২ ফেব্রুয়ারি ডাঃ হোসেন কাজে যোগদান করতে আসেন। কিন্তু ডাঃ মুখারজি রিফিউজ করেন। পরে মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিকের সঙ্গে টেলিফোনে যোগাযোগ করে ডাঃ মুখারজি ডাঃ হোসেনকে চারজ দিতে রাজি হন। ২৩ ফেব্রুয়ারি বিকেলে ডাঃ হোসেন জয়েনিং লেটার সাবমিট করেন। কিন্তু আজ পর্যন্ত তিনি চারজ পাননি। তাঁর মতে এটা হয়রানি ছাড়া আর কিছুই নয়।

এদিকে ডাঃ মুখারজি জানান, চারজ দিতে তিনি রাজি। কিন্তু কো-অরডিনেসন কমিটি বাধা দিচ্ছেন। তিনি যাতে চারজ না দেন তার জন্য ২৩ ফেব্রুয়ারি কমিটি ডাঃ মুখারজিকে তিন ঘণ্টা ঘেরাও করে রাখেন। কমিটির দাবি, মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিককে এ ব্যাপারে এখানে আসতে হবে।

ওয়াকিবহাল মহলের খবর যেভাবে ডাঃ মুখারজিকে এখান থেকে বদলি করা হয়েছে, সাধারণতঃ সেভাবে এস ডি এম ও বদলি করা যায় না। ডাঃ মুখারজি একসটেনসনে আছেন বলেই এটা সম্ভব হয়েছে। এস ডি এম ও বদলির একতিয়ার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিকের নাই।

ব্লক যুব উৎসব

সাগরদীঘি, ২০ ফেব্রুয়ারী—সাগরদীঘি ব্লক যুবকরণের উদ্যোগে আয়োজিত তিন দিনব্যাপী ব্লক যুব উৎসব আজ শেষ হয়েছে। এই উপলক্ষে ফুটবল, ভলিবল, প্রবন্ধ, কবিতা, গল্প, বিতর্ক, সঙ্গীত, নাটক ইত্যাদি প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয় এবং কৃতী প্রতিযোগীদের প্রশংসাপত্র প্রদান করা হয়। অনুরূপভাবে ফরাক্কা ব্লক যুব উৎসব সম্পন্ন হয়েছে। বলে জানানো হয়েছে।

উভয়লিঙ্গ স-লেজ শিশু

নিজস্ব সংবাদদাতা : সম্প্রতি রঘুনাথগঞ্জ থানার রসুলতিনগর গ্রামের এক প্রসূতি জঙ্গিপুর মহকুমা হাসপাতালে উভয়লিঙ্গ লেজ বিশিষ্ট এক সন্তান প্রসব করেন। প্রসূতির নাম বীথিকা দাস শিশুটির স্ত্রী-পুরুষ উভয়লিঙ্গ এবং পেছনের দিকে একটি লেজ ছিল। পেট জোড়া না লাগায় জন্মের সঙ্গে সঙ্গেই অস্ত্র বেড়িয়ে আসে এবং শিশুটি মারা যায়। খবরটি হাসপাতাল সূত্রের।

চা ঘরের চা

রঘুনাথগঞ্জ ॥ মুর্শিদাবাদ

ফোন—৩২

ট্রেনে কাটা পড়ে মৃত্যু

রঘুনাথগঞ্জ, ২০ ফেব্রুয়ারী—গতকাল রাত্রে ১৬৬ ডাউন জনতা একসপ্রেস ট্রেনে কাটা পড়ে জঙ্গিপুর রোড ষ্টেশনে একজন অজ্ঞাত পরিচয় যাত্রী মারা গিয়েছেন। ঝুলন্ত অবস্থায় প্লাটফরমে ধাক্কা খেয়ে লাইনে পড়ে তিনি কাটা পড়েন বলে অনুমান করা হচ্ছে।

লালবাগ—বহরমপুর—রঘুনাথগঞ্জ ভায়া সাগরদীঘি রুটে স্বাচ্ছন্দ্যে যাতায়াতের জন্য নির্ভরযোগ্য বাস

নেশার বাস সারভিস

(ভারতের যে কোন স্থানে ভ্রমণের জন্য রিজার্ভ দেওয়া হয়)

প্রতিযোগীর সাফল্য

সংবাদদাতা : ২০ ফেব্রুয়ারী—বহরমপুরে অনুষ্ঠিত সারা জেলা আবৃত্তি, বিতর্ক ও স্মৃতি প্রতিযোগিতায় রঘুনাথগঞ্জের মিয়াপুর গ্রামের দীপককুমার পাল তিনটি বিভাগেই প্রথম স্থান অধিকার করে সবাইকে অবাক করে দিয়েছেন।

সবার প্রিয় চা—

চা ভাণ্ডার

রঘুনাথগঞ্জ সদরঘাট

ফোন—১৬

Tender Notice

ABRIDGED LIST OF WORKS

Sealed tenders are invited in WBF-No. 2911 (ii) from Class-I contractors of I. & W. Departments and bonafide outside contractors for works on the right bank of river Ganga/Padma detailed below, by the Executive Engr., Ganga Anti Erosion Division, P. O. Raghunathganj, Dist Murshidabad. Estimated cost, Earnest mony are (1) Repairs works to bank pitching and apron at D/S. of spur No. 1 (a) & (B) in mouzas Boira, Sekhalipur, Beel-Bora, Kopra in P.S. Raghunathganj & Lalgola Rs. 749299/-. Rs. 14986/-, (2) Repairs works to spur No. N1 & L1 in mouzas Boira, Sekhalipur, Beel-Bora, Kopra in P.S. Raghunathganj & Lalgola. Rs. 695782/-, Rs. 13916/- (3) Repairs work to spur No. L6, L8, L9 & L10 in mouzas Boira, Sekhalipur Beel Bora Kopra in P.S. Raghunathganj & Lalgola. Rs. 664415/-, Rs. 13288/-, (4) Repair works to spur No. L11, L12 & L13 in mouzas Boira, Skhalipur, Beel Bora-Kopra in P.S. Raghunathganj and Lalgola. Rs. 498429/-, Rs. 9969, (5) Repairs works to spur No. 7, 12 & N1 in Kutubpur-Khandua reach in P.S. Raghunathganj Lalgola. Rs. 781065/-, Rs. 15621/- (6) Repair works for spur No. N1 to N2 at Brahmangram Hazarpur reach. Rs. 1012018/-, Rs. 20000/-, 7) Repairs works for the spur No. N2 to N3 at Brahmangram-Hazarpur reach. Rs. 363976/-, Rs. 7280/- (8) Repair works for the spur No. L3 to D3, D/S. of spur No. D1 to U/3. of spur No. 7 at Brahmangram-Hazarpur reach. Rs. 477659/-, Rs. 9553/- (9) Repair works for the spur No. 7 to 8 at Brahmangram-Hazarpur reach. Rs. 477726/-, Rs. 9555/- (10) F. D. R. works to bank pitching & apron from spur No. S3 to 305 metre u/s. of spur S3 at Dhulian reach. Rs. 421423/-Rs. 8428/-, (ii) F. D. R. works to bank pitching & apron from 305 metre to 458 m. u/s. of spur S3 at Dhulian reach. Rs. 515283/-, 10306/- (12) F.D.R. works to bank pitching & apron from 458 metre to 610 m. u/s. of spur S3 at Dhulian reach. Rs. 515839/-, 10317/-, (13) F. D. R. works to bank pitching & apron for a length of 305 metre starting from 610 m. u/s. of spur No. S3 to Bagmari River outfall at Dhulian reach. Rs. 782982/-, Rs. 15660/-, (14) F. D. R. works to spur No. N2 with D/S. bank pitching at Dhulian reach. Rs. 147662/-, Rs. 2953/- (15) F. D. R. works to spur No. N3 & 14 at Dhulian reach. Rs. 95026/-, Rs 1901/- (16) F. D. R. works to spur No, 15 & 16 at Dhulian reach. Rs. 86069/-, Rs. 1721/- (17) F. D. R. works to spur No. 17 at Dhulian rerch. Rs. 86067/-, Rs. 1721/- (18) F. D. R. works to spur No. 19, 20 & 21 at Dhulian reach. Rs. 111097/-, Rs. 2222/-. (19) F. D. R. works to spur No. N4 with u/s. pitching for a length of 153 metre at Dhulian reach. Rs. 224991 -, Rs. 4500/-

Details regarding time allowed, tender documents and other particulars may be had from above office upto 4·00 p m. in any working days Saturdays upto 1·00 p. m. Last date of application for purchasing tender form is 7. 3. 81 upto 1·00 p. m. Last date of receipt of tender is 9. 3. 81 upto 3·00 p. m.

Sd/ B. K. Das Gupta
Executive Engineer, Ganga Anti Erosion Division. P. O. Raghunathganj, Murshidabad.

পুলিশের কেরামতি

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

প্যাণ্ডেলের ঠিকাদার পুলিশের স্নেহধন্য একটি স্থানীয় ডেকরেটর সংস্থা। চুক্তি অনুযায়ী আলোর ব্যবস্থা করার দায়িত্ব ওই ডেকরেটরের। কিন্তু ডেকরেটর তা পারেনি। একটি জেনারেটর ছিল তাও কাজ করেনি। ফলে যা হবার তাই হয়েছে। প্যাণ্ডেল লুঠ হয়ে গিয়েছে। পুলিশ ডেকরেটরের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ না করে ক্লাবের সম্পাদককে ডেকরেটরের ক্ষতিপূরণ আদায়ের জন্য গভীর রাত্রে গ্রেপ্তার করে হাজতে ঢুকিয়ে দেয়। এই ঘটনায় স্থানীয় জনসাধারণ ক্ষুব্ধ হন। পরদিন মুক্তাঙ্গনে যাত্রাভিনয়ে বাধা করে একটি মৌখিক চুক্তির পর ক্লাব সম্পাদককে ছেড়ে দেওয়া হয়। এর ফলে দুদিনে উদ্যোক্তাদের ক্ষতির পরিমাণ দাঁড়ায় প্রায় পনের হাজার টাকা। খবর পেয়ে পুলিশের সি আই জঙ্গিপুর কৈফিয়ৎ তলব করলে সাগরদীঘি পুলিশের তরফ থেকে মিথ্যে অজুহাত দেওয়া হয়। জানানো হয়, ক্লাবের সম্পাদককে জনতার রোষ থেকে বাঁচানোর জন্যই নাকি থানায় আটক রাখা হয়। পুলিশের অজুহাত সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। আসলে ডেকরেটরকে ক্ষতিপূরণ পাইয়ে দেওয়ার উদ্দেশ্যেই গভীর রাত্রে ষ্টেশনের কাছে একটি চায়ের দোকান থেকে ক্লাব সম্পাদককে ধরে নিয়ে গিয়ে হাজতে পোরা হয়। পর পর দুদিন বিভিন্ন গ্রামে তল্লাসি চালিয়ে পুলিশ তথাকথিত সম্ভ্রান্ত কয়েকটি বাড়ি থেকে লুণ্ঠিত প্যাণ্ডেলের অংশি শতাংশ দরজায় উদ্ধার করে। এক-জন পঞ্চায়েত প্রধানের বাড়ি থেকে নাকি একটি ত্রিপল উদ্ধার করা হয়। অন্য কোন প্রমোদ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে ক্লাব এবং ডেকরেটর উভয়ের ক্ষতি পুষিয়ে নেওয়ার ব্যবস্থা করলে ভালো হয় বলে স্থানীয় জনসাধারণ মতামত পোষণ করেন। উভয়ের যে ক্ষতি হয়েছে তার জন্য অনেকে সাগরদীঘি পুলিশকে দায়ী করেন। এখন অজুহাত দেখিয়ে পুলিশ আত্মরক্ষার চেষ্টায় প্রবৃত্ত হয়েছে বলে জানা গেছে। এই নিয়ে এখানে বড় ধরনের গণ্ডগোল বাধতে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে।

সরকারী পাম্পসেট

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

সমালোচনা করা হয়েছে। জানানো হয়েছে, ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক চাষীদের বঞ্চিত করে সভাপতির পরিবারের চারজনকে কৃষি অনুদান পাইয়ে দেওয়া হয়েছে। যার পরিমাণ ২৪০০ টাকা। অথচ তাঁদের প্রত্যেকের পাঁচ একরের বেশী জমি আছে। জামুয়ারের প্রধান সভাপতির পরিবারের আরো একজনের কৃষি অনুদান বাতিল করে কোপানলে পড়েছেন। এ ছাড়াও সভাপতির বিরুদ্ধে চাষীদের স্বার্থ অবহেলা করে সার ব্যবসায়ীদের স্বার্থ দেখার অভিযোগ করা হয়েছে।

ভুটান থেকে ফরাক্কা

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

প্রমাণ এবং ডিমোসনের পূর্বাভাষ। এদিকে ওভারসিয়র থেকে একজিকিউটিভ ইনজিনীয়ার পদে উন্নীত হওয়ার আরো খবর পাওয়া গিয়েছে। জানা গিয়েছে, দু'জন এ্যাঃ একজিকিউটিভ ইনজিনীয়ার এস এন চক্রবর্তী ও এস এন মজুমদার নাকি প্রমোসন পেয়ে সম্প্রতি একজিকিউটিভ ইনজিনীয়ার হয়েছেন। অথচ তাঁরা উভয়েই ফরাক্কা বাঁধ প্রকল্পে প্রথমে ওভারসিয়র হিসেবে কাজে যোগদান করেন। এটা প্রোমোসন-ডিমোসন খেলার ফলাফল। প্রোমোসনের ব্যাপারে ফরাক্কা প্রকল্পের কয়েকজন অফিসার এবং কর্মচারী কলকাতা হাইকোরটের আশ্রয় নিয়েছেন বলে সর্বশেষ সংবাদে জানা গেছে।

ত্রিপাক্ষিক বৈঠক ব্যর্থ

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

শ্রমিক সম্পর্ক স্থাপন, দ্বিপাক্ষিক চুক্তি বাতিল, ন্যূনতম মজুরি প্রবর্তন, বকেয়া মজুরি পরিশোধ, মুনসি প্রথা বাতিল, জঙ্গিপুরে বিড়ি শ্রমিকদের জন্য টি বি হাসপাতাল স্থাপন, বিড়ি-সিগার এ্যাকট চালু ইত্যাদি দশ দফা দাবিতে অবিচল থাকায় গতকাল আবার ত্রিপাক্ষিক বৈঠক বসে। ওই বৈঠকে সিটুর বকেয়া মজুরি পরিশোধের দাবি মালিকপক্ষ মেনে নেন। কিন্তু ন্যূনতম মজুরি প্রবর্তনে গররাজি হওয়ায় বৈঠক ভেঙে যায়। বিড়ি ব্যবসায়ী সমিতির পক্ষ থেকে জানানো হয়, মহকুমায় বিড় উৎপাদক সংস্থা তিন শতাধিক। সমিতিভুক্ত মাত্র পঁয়ত্রিশ। এই ৩৫ জনকে নিয়ে টানা-হ্যাঁচড়া চলছে। অন্যরা রেহাই পেয়ে যাচ্ছেন।

বড়শিমুলে ফসল লুঠ

রঘুনাথগঞ্জ, ২৫ ফেব্রুয়ারি—রঘুনাথগঞ্জ ২নং পঞ্চায়েত সমিতির বড়শিমুলে ফসল লুঠ করা হয়েছে বলে কং (ই) দলের পক্ষ থেকে জাগাদারদের বিরুদ্ধে থানায় অভিযোগ করা হয়েছে এবং পুলিশী তদন্তে অভিযোগের সত্যতা প্রমাণিত হয়েছে।

আমিও একদিন.....

দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বছরের পর বছর—এমনিভাবেই দাঁড়িয়ে ছিলাম।

এই থমকে দাঁড়িয়ে থাকার থেকে আজ আমি সদা কর্মব্যস্ত। জনপ্রিয় এই কর্মব্যস্ততা আমার মধ্যে এনে দিয়েছে। এই থমকে থাকা জীবন থেকে বেরিয়ে এসে আজ আমি এক সন্তানের পিতা এবং সুখী।

শুধু আমিই নই—আমার মতন আরো হাজার হাজার বেকারের মুখেও জনপ্রিয় আজ আশার আলো জাগিয়েছে।

জনপ্রিয় ফিনানস এণ্ড ইণ্ডাষ্ট্রীয়াল ইনভেষ্টমেণ্ট (ইণ্ডিয়া) লিমিটেড

হেড অফিস—চ্যাটার্জী ইণ্টারন্যাশনাল সেণ্টার

(৫ম তল)

৩৩এ জহরলাল নেহেরু রোড (চৌরঙ্গী রোড) কলি-৭০০০৭১

ভারতের সর্বত্র আমাদের ব্রাঞ্চ অফিস ও অর্গানাইজেশন অফিস আছে।

শাখা অফিস—ষ্টেশন রোড, বহরমপুর

শীঘ্রই রঘুনাথগঞ্জে অর্গানাইজেশন অফিস খোলা হইতেছে।

সকলের প্রিয় এবং বাজারের সেরা

ভারত বেকারীর শ্লাইজ ব্রেড

মিয়াপুর * ঘোড়শালা * মুর্শিদাবাদ

আপনার সৌন্দর্যকে ধ'রে রাখা কি কষ্টকর ?

একেবারেই না—যদি বসন্ত মালতী আপনার প্রতিদিনের সঙ্গী হয়। জার্মোজিন, চন্দন তেল ও মানান উপাদানে সমৃদ্ধ বসন্ত মালতী আপনার ত্বকের সব রকম রুক্ষ রোধ করে। ত্বকের ছিদ্রপথগুলি বন্ধ হ'য়ে গেলে ত্বকের পক্ষে তা'র খাদ্য গ্রহণ করা সম্ভব হয় না। তাই ক্রমে ত্বক শুকিয়ে আপনার সৌন্দর্য ম্লান ক'রে দেয়। বসন্ত মালতীর ব্যবহারে ত্বকের ছিদ্রপথগুলি খোলা থাকে, আর ত্বক তা'র উপযুক্ত খাদ্য গ্রহণ করতে পেরে আপনার সৌন্দর্যের কমনীয়তা বহু বছর ধ'রে অক্ষুণ্ণ রাখতে সমর্থ হয়। বসন্ত মালতীর সুগন্ধ সারাদিন ধ'রে আপনার অঙ্গে এক অপূর্ব মূর্ছনা জাগায়।

রঘুনাথগঞ্জ (পিন—৭৪২২২৫) পণ্ডিত-প্রেস হইতে
অনুত্তম পণ্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।